REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১০ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৪০ ইংরাজী 26th July 1933 | ৯ম সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৸০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বং
প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাই
প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি
ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং
৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা
বড়বাজার।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৩৯ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এল, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস-এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৸০, ছোট ১৮০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ
গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৸০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

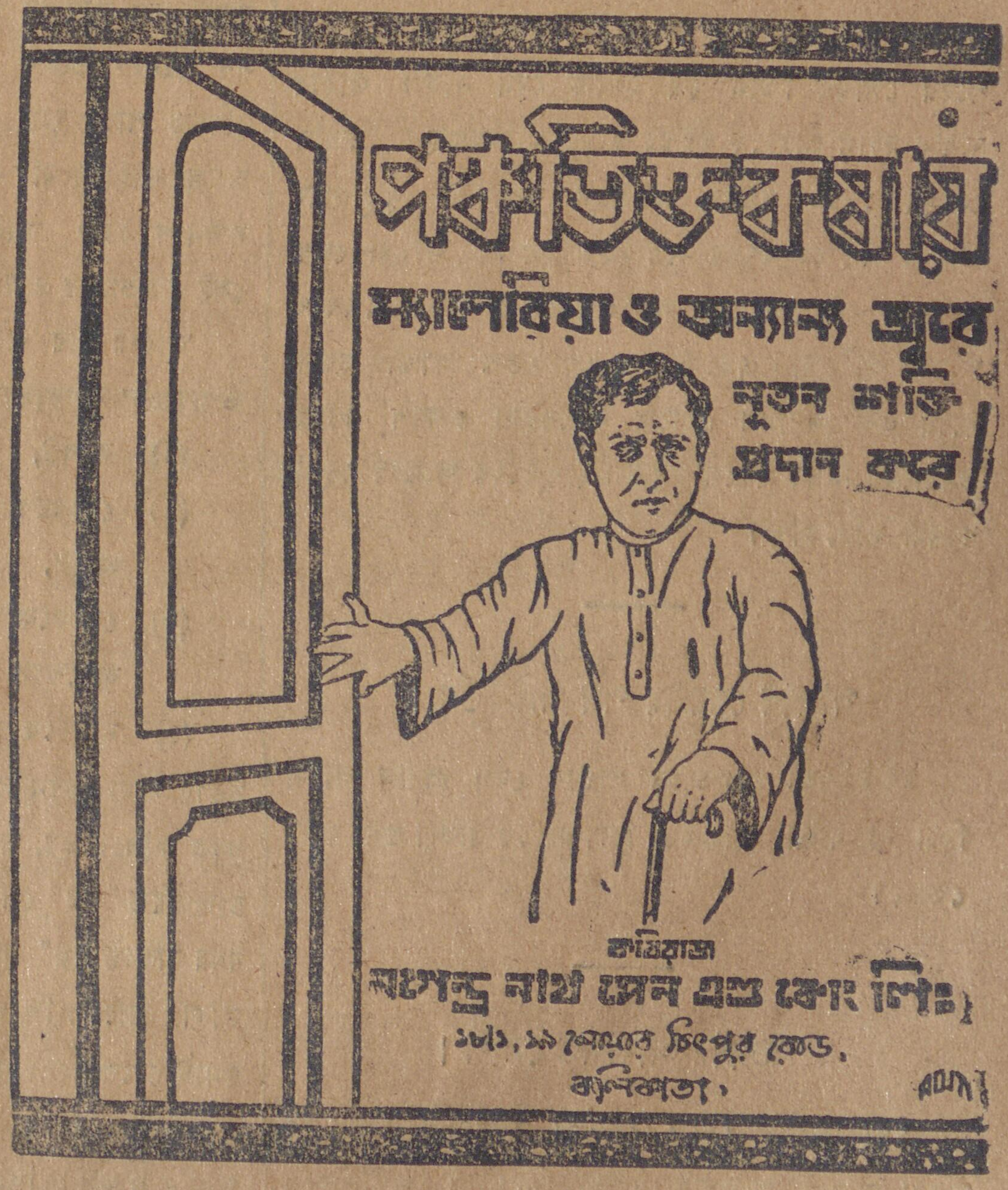

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১০ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৪০ সাল।

বেলডাঙ্গার অবস্থা।

বেলডাঙ্গার অবস্থা এখন শান্তিপূর্ণ। নপুকুর প্রভৃতি যে সকল গ্রামের হিন্দুগণ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহাদের সাহায্যার্থ বহু সহৃদয় ব্যক্তিই মনোযোগী হইয়াছেন। জঙ্গিপুরেও একটী রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রিলিফ কমিটী উল্লেখযোগ্য সাহায্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। জঙ্গিপুর হইতে অর্থ, বস্ত্র এবং চাউল যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হওয়া উচিত। আমরা সকলকেই যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

কাশিমবাজারের পরলোকগত রাজা আশুতোষ নাথের পত্নী শ্রীযুক্ত কুমার কমলারঞ্জন রায় মহাশয়ের জননী যেরূপ মুক্তহস্তে সাহায্য দান করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তিনি প্রত্যেক বিপন্ন পরিবারকে অর্থ, বস্ত্র, বাসন এবং খাদ্য দান করিতেছেন। শুনিতেছি নিতান্ত নিঃস্বগণের বাসোপযোগী একখানি করিয়া গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয়ও তিনি প্রদান করিবেন। তাঁহার এই প্রশংসনীয় দানের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা রাণী মাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করুন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

পরলোকে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন।

বিগত ২২শে জুলাই রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় চট্টল মাতার স্নেহের দুলাল সমগ্র বাঙ্গালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত রাঁচীতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হওয়ায় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। সোমবার প্রাতঃকালে তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় আনীত হয় এবং শোভাযাত্রা সহকারে কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাঁহার পার্থিব দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু জাতির মনোমন্দিরে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রস্থানের পর দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন বাঙ্গালার নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে পদের গৌরব তিনি ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। তাঁহার অসীম ত্যাগ তাঁহাকে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যতীন্দ্র মোহন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। আমরা দেশমাতৃকার এই সুসন্তানের অকাল বিয়োগে দারুণ মর্ম্মব্যথা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকতপ্ত আত্মীয়-স্বজনগণের এই নিদারুণ শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট পরলোকগত মহাপুরুষের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

পাঞ্জাব মেলের পথ পরিবর্ত্তন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পাঞ্জাব মেল প্রধান লাইন দিয়া না যাইয়া গ্রাণ্ডকর্ড দিয়া যাইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

বগুড়ায় আদালত লোপ।

১৭ই জুলাই হইতে বগুড়ার অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের আদালত উঠিয়া গিয়াছে। অর্থাভাবের জন্য তথায় মামলা কমিয়া যাওয়ায় নাকি ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে ট্রাম।

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী চিত্তরঞ্জন এভেনিউ দিয়া ট্রাম লাইন খুলিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কর্পোরেশনের সহিত তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

রেজিষ্ট্রেশন ফি বৃদ্ধি।

যে সকল সম্পত্তির মূল্য ২৫০৲ টাকার অধিক তাহার ক্রয় বিক্রয়ের রেজিষ্ট্রেশন ফি অদ্য তারিখ হইতে শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া বাংলা সরকার স্থির করিয়াছেন।

---

৫৯ বার কারাবরণ।

সেখ ইসমাইল নামে এক ব্যক্তি রাত্রিবেলা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অভিযুক্ত করে; বিচারে উহার প্রতি তিনমাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সে নাকি আরও ৫৮ বার জেল ভোগ করিয়াছে।

আসামের নাম পরিবর্ত্তনের চেষ্টা।

বারটী জিলা লইয়া আসাম প্রদেশ গঠিত। তন্মধ্যে ৫টী জেলা আসল আসাম। ইহা লইয়া উক্ত প্রদেশের নাম পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অনুরূপ "উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ" নাম রাখা হউক বলিয়া কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন।

আইন-অমান্য ও সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যাঁহারা এই আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাঁহারা বলেন, লোক তাঁহাদের কথায় অহিংস থাকিবে। কিন্তু কার্য্যকালে সোলাপুরে, চট্টগ্রামে, কাণপুরে, কাশীতে ও বোম্বাইয়ে যে ভীষণ কাণ্ড ঘটে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াছেন ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। গান্ধীজী বলিয়াছেন, আইন ভঙ্গ করিবার অধিকার লোকের আছে। কিন্তু যে সব ঘটনার উল্লেখ করা হইল, সে সব ঘটনায় কি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় না, মানুষের প্রকৃতিতে যে পশুভাব আছে, তাহাকে যদি সংযত রাখা না যায়, তবে সমাজের সর্ব্বনাশ হয়? আইন ভাঙ্গিবার কাজে উৎসাহ দেওয়া সেই পশুভাবের প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে।

তাহার পর এই আন্দোলনের সম্পর্কে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইয়াছে:—

(১) বয়কট,

(২) লোককে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে বাধা প্রদান,

(৩) লোককে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করাইবার বা কোন কাজে বিরত থাকিবার চেষ্টা করা ও

(৪) মানুষকে খুন করা।

ইহার মধ্যে কোন্‌টিতে হিংসা নাই? যখন এইরূপ ভাবে কাজ করিতে হয়, তখন গণতন্ত্রের নামে একজনের শাসন চালাইতে হয় সেইজন্যই আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় "ডিক্টেটার" বা "চালক" নিযুক্ত করিয়া লোককে তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে বলা হয়। সেই জন্যই দেশের লোকের প্রকৃত স্বাধীনতা যাঁহারা ভালবাসেন এবং যাঁহারা শান্তিপ্রিয়—তাঁহারা সকলেই এই আন্দোলনের পদ্ধতি ও ফল দেখিয়া ইহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বয়কট সম্বন্ধে বলিতে হয়, কোন কোন জিনিষ বর্জ্জন করিবার অধিকার সকলেরই আছে। সকল মানুষই কোন না কোন জিনিষ অন্য লোক ব্যবহার করিলেও বর্জ্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু জিনিষের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া সব লোককে ইচ্ছায় না হইলেও অনিচ্ছায়, সে সব বর্জ্জন করিতে বলা এবং বর্জ্জন না করিলে লোককে লাঞ্ছিত করা কি হিংসার পরিচয় দেয় না? অথচ এই বয়কটই আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র।

মানুষ যতক্ষণ তাহার কাজের দ্বারা অপরের অনিষ্ট না করে—অপরের কোন অধিকার নষ্ট না করে—ততক্ষণ তাহার ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে, ইহা সকলে স্বীকার করিলেও আইন-অমান্যকারীরা লোককে ইচ্ছামত ব্যবসা বা অন্য কাজ করিতে দেয় না। যাহারা এইরূপ কাজ করে, তাহারা কি মানুষের যে স্বাভাবিক স্বাধীনতা সমাজ স্বীকার করে, তাহাই হরণ করে না?

এই আন্দোলনকারীরা—বিশেষ তাহাদের নিযুক্ত "স্বেচ্ছাসেবকরা" লোককে ভয় দেখাইয়া হরতাল করিতে কোন কোন জিনিষ বর্জ্জন করিতে এবং তাহাদের অনভিপ্রেত কাজে বিরত থাকিতে বাধ্য করিতে চাহিয়াছে। সেইজন্য স্থানে স্থানে রক্তপাত ও হত্যা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

আইন-অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে হত্যার যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই সব হত্যাই আইন ভঙ্গ করিয়া করা হয়। একদিকে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের প্রাণরক্ষার জন্য সরকারকে বলা এবং সরকার তাহা না শুনিলে সরকারকে অত্যাচারী ও জনমতের বিরোধী বলা, আর একদিকে যাঁহারা কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছেন এমন সব রাজকর্ম্মচারীকে ও যাঁহারা আইন ভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধী এমন সব লোককে হত্যা করা বা হত্যার চেষ্টা করা—ইহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাইতেছি। কোন কোন রাজকর্ম্মচারী কেবল রাজকর্ম্মচারী বলিয়াই যে তাঁহাদিগকে খুন করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কোন কোন লোক আইন ভঙ্গকারীদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ায় নিহত হইয়াছেন; কোন লেখক বা ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে খুন করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, আইন-অমান্য আন্দোলন সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক ও বিশেষ বিপদের কারণ। ইহাতে নানা দোষ আছে।

সরকার যখন এই আন্দোলনের নেতা গান্ধীজীর সহিত চুক্তি করেন, তখনই লোক বুঝিতে পারিয়াছিল—

(১) আইন অমান্য করিয়া কখন দেশের লোকের মঙ্গল হইতে পারে না।

(২) সরকারের সহিত বন্ধুভাবে সহযোগ করিলে লোকের কল্যাণ হয় ও লোক রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে।

গান্ধীজী বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান সরকার নষ্ট করাই আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু দিল্লীর চুক্তিতে সেই সরকারই সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করেন। সেই চুক্তির ফলে দেশের বিবেচক লোক সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—

(১) কংগ্রেস দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের কথা বলে। সরকার দেশে সেই শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই ব্যবস্থা করিতেছেন।

(২) কংগ্রেস ধ্বংসের পথ অবলম্বন করিতেছে। সরকার দেশের লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করিতেছেন।

সরকারই গোলটেবিল বৈঠক করিয়া ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদিগকে বিচার ও বিবেচনা করিয়া আপনাদের দেশের জন্য স্বায়ত্ত-শাসনের পদ্ধতি স্থির করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সরকারের এই কাজেই বুঝিতে পারা যায়, সরকার দেশের লোককে স্বায়ত্ত-শাসন দিতে চাহেন।

ক্রমশঃ

বৈজ্ঞানিক রবার দ্রব্য।

রবার কুশন (বেড-সোর বা শয্যাক্ষত নিবারক) প্রত্যেকটী ৭৲

রবার গ্লোভস্ (অপারেশনে সার্জ্জেনের ব্যবহার্য্য) জোড়া ৩৲

ফিঙ্গার ষ্টল্ (আঙ্গুলে পরিবার জন্য) প্রত্যেকটী ।/০

রবার ক্যাপ (গর্ভরোধক ও সংক্রামক রোগ নিবারক) ডজন ৩৲

রবার পেশারী (স্ত্রী-ব্যবহার্য্য—বড়, মধ্যম, ছোট) প্রত্যেকটী ২৲

বিস্তারিত মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

পি, বি, সাপ্লাই এজেন্সী,
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৪ কলিকাতা।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং

প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

হোমিও ঔষধ! হোমিও ঔষধ!!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৶০ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ)

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

কলোনিয়াল কুইনাইন কোম্পানীর

"সি, কিউ, সি" কুইনাইন ট্যাবলেট

ভারতের একমাত্র দেশীয় কুইনাইন প্রস্তুতের কারখানা। কাঁচা মাল, পরিশ্রম, মূলধন সমস্তই ভারতের নিজস্ব। বিস্তারিত বিবরণ ও দরের জন্য পত্র লিখুন।

সোল ডিষ্ট্রীবিউটার—বসাক ফ্যাক্টরী ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা পাঁচ পয়সা।

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের অভিনব প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মতর আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মজনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন:—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

ইহার অমোঘ শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

৫৬ বৎসরের পরীক্ষিত লক্ষ লক্ষ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত।

অমৃতাদি কষায়

ম্যালেরিয়া জ্বর, বিষমজ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, প্লীহা-যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, পালাজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়—কুইনাইন সদৃশ শক্তিশালী জ্বরঘ্ন এবং বলকারক গাছগাছড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত, সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।

অমৃতাদি কষায়—ব্যবহারে জ্বর অবিলম্বে বিরাম প্রাপ্ত হয় এবং ইহা জ্বরের পুনরাক্রমণে বাধা প্রদান করে।

অমৃতাদি কষায়—যকৃতের উপর ক্রিয়া করে, পিত্ত নিঃসারিত করে; কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করে; বর্দ্ধিত প্লীহা এবং যকৃতের আকার হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরানয়ন করে; রক্ত পরিষ্কার করিয়া রোগীকে শক্তিশালী করে।

অমৃতাদি কষায়—ম্যালেরিয়া জ্বরের যাবতীয় বিষ সমূলে বিনষ্ট করিয়া শরীর হইতে বহির্গত করিয়া দেয় এবং রোগীকে অতি সত্বর সুস্থ, সবল এবং কান্তিযুক্ত করে।

মূল্য প্রতি শিশি একপোয়া ১৲—অর্দ্ধপোয়া ॥০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ওয়ার্কসের

চাঁদমার্কা পাঁচন

ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

নুতন জ্বর ১ দিনে পুরাতন জ্বর ৩ দিনে
আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—চাঁদমার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থে শিশির প্যাকিংএর কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত। এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদবর্ণের কাগজে পাঁচন প্রস্তুতের বিবরণ ছবি ও ব্যবহারবিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়াম স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপাইয়া পুস্তিকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন ও খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেণ্ট :—

বসাক ফ্যাক্‌টরী

৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

১। অমৃতার্ণব অবলেহ :—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় ও বর্দ্ধিত হয়। দেহকে বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপ হ্রাস করে এবং স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইবেন।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত

ধবল বা শ্বেতি (শ্বেতকুষ্ঠ)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহই নিষ্ফল হয় নাই। যে অঙ্গে যত দিনেরই রোগ হউক সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে নির্দ্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২॥০ টাকা।

বসু এণ্ড সন্স

১০।১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

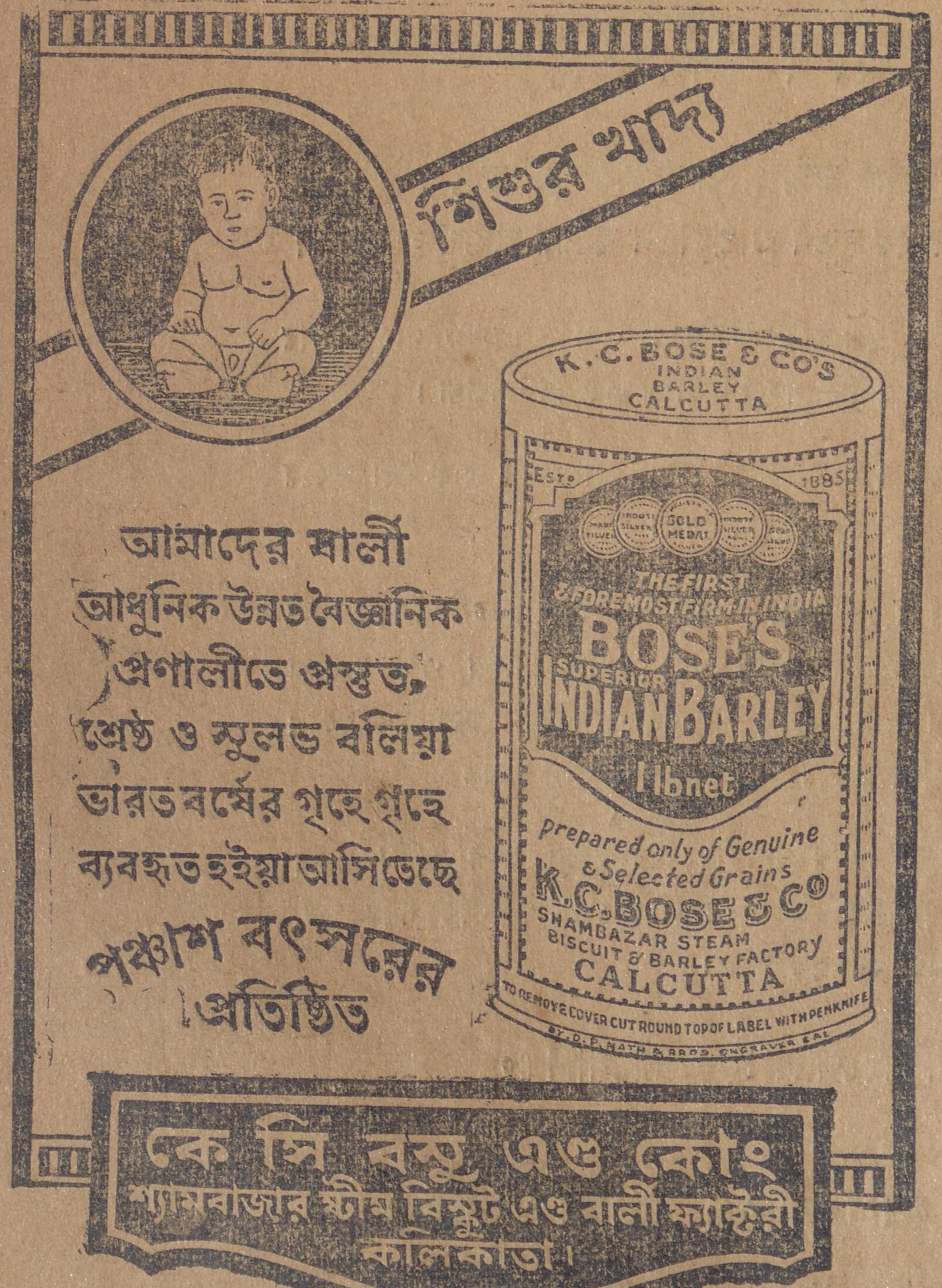

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক
বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ॥৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১॥০ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বিরায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

এজেণ্টস্—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা

সন ১৩৪০ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।